**ঢাকা আইনজীবী সমিতির বহুতল বিশিষ্ট আধুনিক ভবনের উদ্বোধন**

**ও চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রাঙ্গণ, ঢাকা, সোমবার, ১১ অগ্রহায়ণ  ১৪২০, ২৫ নভেম্বর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সম্মানিত বিচারকগণ,

আইনজীবীগণ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

ঢাকা আইনজীবী সমিতির নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন এবং ঢাকা চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের ভিত্তিপ্রস্ত্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

নিপীড়িত-বঞ্চিত মানুষ তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠার শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে আদালতের শরণাপন্ন হন। আর আদালতে প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মত গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকেন বিচারকবৃন্দ। বিচার প্রক্রিয়া একটি সুসম এবং সমন্বিত প্রক্রিয়া যেখানে বার ও বেঞ্চ উভয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

আমাদের জাতীয় জীবনে আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেশের বিচারক ও আইনজীবীগণের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে। আপনারা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। আপনাদের জন্য এভবন সমূহের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পেরে সত্যিই আমি আনন্দিত।

সুধিমন্ডলী,

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণতন্ত্রের জন্য দীর্ঘ ২৩ বছর আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। তিনি জানতেন, স্বাধীনতা ছাড়া বাঙালি জাতি গণতন্ত্র পাবে না। জাতির পিতার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রেখে বাংলাদেশের মহান সংবিধান প্রণীত হয়। যেখানে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে রয়েছে, ‘‘সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।''

জাতির পিতা এই অনন্য সংবিধানের মাধ্যমে, দেশের প্রতিটি মানুষের বিচার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করেন। এজন্য তিনি একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। পাশাপাশি তিনি একটা ধ্বংসস্ত্তপ থেকে দেশকে গড়ে তোলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট গণতন্ত্র বিরোধীরা জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। এর মধ্য দিয়ে হত্যাকারী এবং তাদের দোসররা দেশের গণতন্ত্র, বিচার বিভাগ সবই ধ্বংস করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। জনগণের শক্তির কাছে এই অপশক্তিকে হার মানতে হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী অঙ্গিকার ছিল বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের মাধ্যমে দেশে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। আওয়ামী লীগ সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ বিল পাশের মাধ্যমে জনগণের দীর্ঘদিনের সেই আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় আমরা দেশের ৬৪ জেলা সদরে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভবন নির্মাণ প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদন করি। এ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় ৮শত ৭০কোটি ৩৭লক্ষ টাকা যা সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশ সরকারের। এর আওতায় ৩৪টি জেলায় বহুতল ভবন নির্মাণ কাজ, ৩০টি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ এবং বরাদ্দের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। টাঙ্গাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ঝিনাইদহ জেলায় ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বাকীগুলো যথাসময়ে শেষ হবে বলে আশা করি।

আজ ঢাকা চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হলো। এখানে ১৮টি এজলাসসহ মহিলা পুরুষদের পৃথক হাজতখানা পুলিশ ও প্রসিকিউশনের জন্য স্থান, অস্ত্রগার এবং ক্যাফেটেরিয়াসহ ৪টি সুপরিসর লিফট রাখা হয়েছে। আমার প্রত্যাশা এ সকল ভবন নির্মাণের মধ্য দিয়ে বিচার বিভাগ পৃথক করার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে।

বিজ্ঞ আইনজীবীগণ,

আপনাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এ উপমহাদেশের বৃহত্তম বার ‘ঢাকা আইনজীবী সমিতি'র ভবন নির্মাণের জন্য আমি ব্যবস্থা নিব। আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রেখেছি। এ ভবন নির্মাণের জন্য আমরা ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছি। এ নতুন ভবন নির্মাণের ফলে প্রায় ২০ হাজার আইনজীবী ভাই-বোনেরা উপযুক্ত কাজের পরিবেশ পাবেন। বিচার প্রার্থীগণও স্বস্তি পাবেন।

সুধিমন্ডলী,

আমরা আইনের শাসনে বিশ্বাস করি। সেজন্য ২১ বছর পর বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার কোন বিশেষ ট্রাইবুনালে না করে প্রচলিত আদালতেই করা হয়েছে। তখন অনেকেই বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমার ছোট বোন শেখ রেহানা এবং আমি দেশের আর দশটা বিচার প্রার্থীর মতই পিতার হত্যার বিচার প্রচলিত আদালতেই চেয়েছি। হত্যাকারীদের বিচার হয়েছে। দেশ কলঙ্কমুক্ত মুক্ত হয়েছে। '৭১ এর যুদ্ধাপরাধী ও মানবতা বিরোধীদের বিচারের রায় দেওয়া হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ কোন অশুভ  শক্তি এই বিচার প্রক্রিয়া নস্যাৎ করতে পারবে না।

আমরা বিচারকদের বেতন ভাতা ও আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করেছি। সরকারি কর্মচারীদের জন্য ২০% মহার্ঘ ভাতা প্রদান করা হয়েছে। বিচারকগণ যাতে এ মহার্ঘ ভাতা পান সেজন্য পৃথক গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৬ শত সহকারি জজ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

শুধুমাত্র চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নয় দেশের সকল পর্যায়ের আদালত ভবনের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য আমরা প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিয়েছি। ইতোমধ্যে সুপ্রীম কোর্টের এনেক্স ভবনসহ ওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। পুরনো ভবন মেরামতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

আমরা সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করছি। বিচার প্রক্রিয়ায়ও ডিজিটাল পদ্ধতি শুরু হয়েছে। এখন সুপ্রীম কোর্টের কজলিস্ট ওয়েব সাইটে পাওয়া যাচ্ছে। ঢাকা জেলা জজ আদালত, মহানগর দায়রা জজ আদালত, সিএমএম ও সিজেএম কোর্ট সমূহের কজলিস্ট ডিজিটাল ডিসপ্লে এর মাধ্যমে প্রদর্শিত হচ্ছে। দেশের বিদ্যমান আইনসমূহ যে কোন ব্যক্তি ওয়েব সাইটের মাধ্যমে পাচ্ছেন। জেলা পর্যায়ে ২০০টি আদালতেও ডিজিটাইজড ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি আদালতের কার্যক্রমই ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। বিশ্ব মন্দা সত্ত্বেও আমরা প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের উপরে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি। সরকারি-বেসরকারি খাত মিলিয়ে দেশে ৮০ লাখেরও বেশী মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। মাথাপিছু আয় ২০০৮ সালে ছিল ৬৩০ ডলার। এখন তা বেড়ে ১,০৪৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। তখন রিজার্ভ ৩ বিলিয়ন ডলারও ছিল না। আর এখন রিজার্ভ ১৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। সরকারি খাতে বিনিয়োগের পাশাপাশি দেশী-বিদেশী বিনিয়োগও বেড়েছে। গত অর্থবছরে আমরা ২৭ বিলিয়ন ডলারের বেশী রপ্তানি করেছি। আমরা আজ কৃষিতে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ।

সামাজিক খাতগুলোতেও এই পাঁচ বছরে দেশ অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছে। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাখাতে নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন হয়েছে। বেকার যুব জনগোষ্ঠীর জন্য প্রশিক্ষণ ও মূলধনের ব্যবস্থা করেছি। ২০০৫ সালে দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করত। এখন তা ২৬ শতাংশে নেমে এসেছে। ৫ কোটি দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে।

আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০,০০০ মেগাওয়াট অতিক্রম করেছে। মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট সহজলভ্য করেছি। গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো পূরণ করেছি। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো আমাদের পুরস্কার দিচ্ছে। সারাবিশ্ব আমাদের উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করছে। বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ আজ রোল মডেল।

বর্তমান সরকারের সময় ৫ হাজার ৮০৩টি নির্বাচন-উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬৪ হাজার ২৩ জন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। কোথাও কোনো অভিযোগ উঠেনি। আমরা গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকারকে স্থায়ী রূপ দিয়েছি। সংবিধানকে সমুন্নত রেখেছি।

সম্মানিত বিচারক ও আইনজীবীবৃন্দ,

আমরা জানি ‘Justice delayed; justice denied'. বর্তমানে নিমণ আদালত থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত অসংখ্য মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এ মামলাগুলোর সাথে দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্য জড়িত। সম্মানিত বিচারক এবং বিজ্ঞ আইনজীবীগণ এ সকল মামলা জট থেকে বিচার প্রার্থীদের মুক্তি দিতে পারেন। আপনাদের প্রতি আমার আহ্বান বিচার প্রার্থী জনগণের জন্য আপনারা সর্বোচ্চ মেধা ও শ্রম প্রদান করবেন। বিচারের বাণী যেন নিরবে, নিভৃতে না কাঁদে।

একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমরা এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই, যেখানে সকল নাগরিক তাঁদের মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারবে। নিজেরা নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন করতে পারবে।

২০২১ সাল আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। স্বাধীনতার পরিপূর্ণ নির্যাসকে ধারণ করে জাতির পিতার স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে মহান মুক্তিযুদ্ধের সুফল বাংলার প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাই।

আমাদের এ মহান লক্ষ্য অর্জনে আমি সর্বস্তরের বিচারকবৃন্দ ও আইনজীবীসহ সকলের সার্বিক সহায়তা কামনা করছি। দেশের দরিদ্র, নির্যাতিত ও নিপীড়ন ও নিপীড়ন জনগোষ্ঠীকে পেশী ও অবৈধ অর্থশক্তির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করার অঙ্গীকার নিয়ে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে। আইনের সুষ্ঠু, সুন্দর ও সাবলীল ব্যাখ্যার মাধ্যমে জনগনের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। আসুন, জাতীয় স্বার্থে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করি। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।